দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

বেসরকারী শিক্ষক পরীক্ষার আবেদন ফরম বিলি কাল শুরু ॥ পরীক্ষা সেপ্টেম্বরে

মোশতাক আহমদ ॥ বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষা 'বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা' অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২১, ২২ এবং ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর। পরীক্ষার আবেদন ফরম বিতরণ শুরু হবে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে। ফরম বিতরণ ও জমা দেয়ার শেষ তারিখ ঠিক করা হয়েছে ৯ আগস্ট। 'বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ'র (এনটিআরসিএ)' অধীনে অনুষ্ঠিত হবে এই পরীক্ষা। এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান কাজী আখতার উদ্দিন পরীক্ষা ও ফরম বিতরণের উল্লেখিত তারিখের কথা স্বীকার করেছেন। সোনার হরিণ বলে পরিচিত একটি চাকরির আশায় এবারও কয়েক লাখ প্রার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নেবে বলে এনটিআরসিএ কর্তৃপক্ষ ধারণা করছে। প্রথম পরীক্ষাতেই লক্ষাধিক প্রার্থী অংশ নিয়েছিল।

সরকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০০৫ সালের মার্চ মাসে 'বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ' (এনটিআরসিএ) নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান চালু করে। যাদের কাজ হচ্ছে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই করা। যারা বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন নামের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের একটি সনদ দেয়া হবে। এই কর্তৃপক্ষের সনদ ছাড়া শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য কেউ আবেদন করতে পারবেন না। একবার সনদ ফেল হলে পাঁচ বছর পর্যন্ত নিয়োগ লাভের চেষ্টা করতে পারবেন। তারই আলোকে ২০০৫ সালের ২৫ ও ২৬ নবেম্বর অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা। এতে লক্ষাধিক প্রার্থী অংশ নেয়। যার মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছিল ৩৩ হাজার ৭শ' ৮৮ প্রার্থী। যাদের অনেকে এখন বেসরকারী স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা করছেন। গত বছরের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় পরীক্ষা। তারই ধারাবাহিকতায় আগামী ২১, ২২ এবং ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তৃতীয় পরীক্ষা। এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান কাজী আখতার উদ্দিন জনকণ্ঠকে পরীক্ষার তারিখ নিশ্চিত করে বলেছেন, এই তারিখ ঠিক করেই আগামী ২৪ জুলাই থেকে ফরম বিতরণ শুরু হবে এবং ফরম বিতরণের শেষ তারিখ ধরা হয়েছে ৯ আগস্ট।

সূত্রমতে একজন প্রার্থী কলেজ ও স্কুল শাখা উভয় পরীক্ষাতেই অংশ নিতে পারবে। পরীক্ষা দেয়ার যোগ্যতা সম্পর্কিত নিয়ম আগে মতোই থাকছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও আগের মতো করা হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে কয়েকদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপন জারি করে বলেছে, এখন থেকে বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় শূন্যপদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) ছাড়পত্র লাগবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমতো যথাযথ প্রক্রিয়ায় শূন্য পদে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসের প্রণীত জনবল কাঠামো অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।